মেহেরপুরে সড়কে ঝড়েছে ৪৩ প্রাণ, আহত শতাধিক

মেহেরপুরে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ৪৩ জন নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু, শিক্ষার্থী, নারী, সরকারি প্রকৌশলী, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী, প্রবাসফেরত যুবক, কলেজ ছাত্র ও বৃদ্ধ রয়েছেন। দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে মোটরসাইকেল, প্রাইভেটকার, ট্রাক, ভ্যান ও বাইসাইকেলসহ বিভিন্ন যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ হারানোর ঘটনা রয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষন করে এসকল তথ্য পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, গত ২৩ ডিসেম্বর, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ-টেংরামারি সড়কের আশরাফপুর এলাকায় ড্রামট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে লিজন হোসেন ও রকিবুল ইসলাম নামের দুই যুবক নিহত হন।

কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গাংনী-কুথিলী সড়কে ইটবাহী ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে নিহত তুহিন হোসেনের (৩২) পর তার শিশু কন্যা তানহাও মারা যায়। গত মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তুহিন হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী ধলা গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে।

১৪ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকেশ আহমেদ (১৮) নামের দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ২ জন। রবিবার সকালে উপজেলার বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাকেশ আহমেদ উপজেলার তেরাইল গ্রামের মো. কমিরুল ইসলামের ছেলে। তিনি স্থানীয় বামন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র। আহতরা হলেন মেহেরপুরের আব্দুল বাকীর ছেলে অভিক আহমেদ (২৮) ও শয়ন আলী (১৬)।

৭ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহেবনগর বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় শাহিন নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। নিহত শাহিন এবছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী ও মালয়েশিয়া প্রবাসফেরত কাজিপুর গ্রামের ছাদিমান আলীর ছেলে।

২ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিহাব হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।

সোমবার দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিহাব উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামের মাঠপাড়ার কৃষক ওসমান আলীর ছেলে।

২৯ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে অটোবাইকের ধাক্কায় তানিশা (৭) নামে এক কন্যাশিশুর মৃত্যু হয়। শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাড়াডোব কাচারি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানিশা খাতুন গাড়াডোব কাচারি পাড়ার তামিম ইকবালের মেয়ে।

একই দিনে, মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও আনন্দ টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান গুরুতর আহত হন। শনিবার দুপুর ২টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

২৬ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনীতে কাঁঠাল গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় রানা আহম্মেদ (১৭) নামের এক কিশোর নিহত হয়।

বুধবার দুপুরে সাহেবনগর গ্রামের তালতলা মোড় নামক স্থানে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রানা আহম্মেদ বামন্দী ইউনিয়নের নিশিপুর গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে।

২৫ নভেম্বর, মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামসংলগ্ন রাস্তায় সবজি বোঝাই ট্রাক উল্টে ট্রাকচালক জাহিদুল ইসলাম (২১) আহত হন। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

২২ নভেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তাসিম (২১) নামে এক যুবক নিহত হন। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে মঠমুড়া ইউনিয়নের আকুবপুর গ্রামে মোজাম্মেল হকের বাড়ির সামনে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাসিম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরামপুর গ্রামের আ. লতিফের ছেলে।

আহতরা হলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হিদিরাম গ্রামের রমজান আলীর

ছেলে আকাশ (২০), একই গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে রাজা (২০), দৌলতপুর উপজেলার মহিশকুন্ডি মিস্ত্রিপাড়ার মোটরসাইকেলচালক খোকনের ছেলে জিসান (২২) এবং তার সঙ্গে থাকা আরও একজন অজ্ঞাত যুবক।

১৯ নভেম্বর, গাংনীর নওপাড়া বাজারে ট্রলির সঙ্গে দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তুহিন আলী, ইমন ও সাব্বির হোসেন নামে তিন যুবক আহত হন। আহত তিনজনের বাড়ি একই গ্রামের নওপাড়া।

১৬ নভেম্বর, মেহেরপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তোফাজ্জেল বিশ্বাস নামের এক শিক্ষক নিহত হন। সদর উপজেলার পুরাতন দরবেশপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

৯ নভেম্বর, মেহেরপুরে বিআরটিসির একটি বাসের ধাক্কায় শরিফুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের শহরের ব্র্যাক অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শরিফুল ইসলাম শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার খাদেমুল ইসলামের ছেলে।

২৬ অক্টোবর, মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় শাহিদা খাতুন (৬০) নামের এক নারী শ্রমিক নিহত হন। রবিবার দুপুরে সদর উপজেলার ফতেপুর-শোলমারি সড়কের তেরোঘরিয়া গ্রামের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাহিদা খাতুন উজলপুর গ্রামের মৃত আব্দুল গনির স্ত্রী।

২২ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের সঙ্গে ধাক্কায় সুজন নামের এক মালয়েশিয়া প্রবাসফেরত যুবকের মৃত্যু হয়।

২১ অক্টোবর, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার শুকুরকান্দী নামক স্থানে ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও তিনজন আহত হন। শুকুরকান্দীর গ্যাসপাম্পের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হলেন উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের উত্তরপাড়ার আরিফুল ইসলামের স্ত্রী সুমি খাতুন (৩৫)। আহতরা হলেন বাদিয়াপাড়া গ্রামের মফিজুল হকের স্ত্রী নোজিয়ারা খাতুন (৪০), একই গ্রামের আরিফুল ইসলামের ছেলে নিরব (১২) ও মহাব্বতপুর গ্রামের আনারুল ইসলামের ছেলে সিএনজিচালক হযরত আলী (৩২)।

১৫ অক্টোবর, মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর উত্তরপাড়া মসজিদের সামনে ট্রাকের ধাক্কায় ফারহানা ওয়াহিদা অমি (২৬) নামে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এক ছাত্রী নিহত হন।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফারহানা ওয়াহিদা অমি মেহেরপুর শহরের কাসারিপাড়ার আব্দুল ওয়াহিদ চঞ্চলের মেয়ে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

১৪ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনী-কাথুলি সড়কে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মকলেছুর রহমান নামের এক জমি পরিমাপ আমিন নিহত হন। নিহত মকলেছুর রহমান গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের আব্দুর রহমান কারিগরের ছেলে। মঙ্গলবার বেলা ২টার দিকে গাংনী-কাথুলি সড়কের এবাদতখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

১ অক্টোবর, মেহেরপুরের গাংনীতে আলমসাধুর ধাক্কায় সাইফুল রেজা ওরফে মহাজন (৩৫) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হন। রাত সাড়ে ৭ টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের পোড়াপাড়া গ্রামের হঠাৎপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

১৯ আগস্ট, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের আমঝুপি বাজার এলাকায় প্রাইভেটকার দুর্ঘটনায় দুইজন আহত হন। রাত আড়াইটার দিকে দ্রুতগতির দুই প্রাইভেটকার রেসিং করতে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দুটি দোকান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাইভেটকারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

আহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সিনেমা হলপাড়ার হাফিজের ছেলে ফেরদৌস (১৯) ও পলাশপাড়ার ওহি (১৯)।

১০ আগস্ট, মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা বাজারে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আকাশ নামের এক যুবক নিহত ও আরও দুইজন গুরুতর আহত হন।

১৮ জুলাই, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মোহাম্মদ মন্টু নামের এক পথচারী নিহত হন। আহত হন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী।

১৬ জুলাই, মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় সরফরাজ খান সোনা (৫৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন।

২৫ জুন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বনবিভাগের সামনে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক সরকারি প্রকৌশলী ও এক

কলেজছাত্র নিহত হন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর গাংনী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী মো. এ কে এম মাহফুজুর রহমান
(৪৭) এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজের ছাত্র মো. আকমল হোসেন (২০)।

এছাড়াও চলতি বছরে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু, শিক্ষার্থী ও প্রবাসফেরত যুবকসহ আরও অনেকে নিহত ও আহত হয়েছেন।

এই এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী এবং অন্তত ৪ জন প্রবাসফেরত যুবক রয়েছেন।

গত ১০ জুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদিতে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে সৌরভ নামের এক যুবক নিহত হন। এ ঘটনায় একই পরিবারের ৪ জন সদস্যসহ মোট ৫ জন আহত হন।

৫ জুন গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আবুল কাশেম (৬২) নিহত হন।

৪ জুন মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কে দুর্ঘটনায় ছাগল ব্যবসায়ী নজিম উদ্দিন (৬৪) নিহত হন এবং আরও ৪ জন আহত হন।

৩ জুন মুজিবনগরে ট্রলি ও ইজিবাইকের সংঘর্ষে ৪ শিশু শিক্ষার্থী আহত হয়।

১০ মে গাংনীতে রাস্তা পার হতে গিয়ে আড়াই বছরের শিশু তাছনিয়া খাতুন নিহত হয়।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দিতে ট্রাক-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে ৩ জন নিহত ও ৩ নারী আহত হন।

৯ এপ্রিল গাংনীতে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধ সামসুল হক
(৬৫) নিহত হন।

৩১ মার্চ মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক মহাসড়কে প্রাইভেটকার, ভ্যান ও মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে এক ব্যাংক কর্মকর্তা, এক শিশু ও আরও একজন নিহত হন। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হন। নিহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের হাসান মোল্লার ছেলে ও এনআরবিসি ব্যাংকের রূপনগর শাখার কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান ওরফে শোভন, সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের মোখলেসুর রহমানের ছেলে আল ইমরান এবং গাংনী উপজেলার ধানখোলা গ্রামের ভ্যানচালক আলী হাসানের শিশু পুত্র জুবায়ের হাসান।

২৭ মার্চ সদর উপজেলার আশরাফপুরে মোশাররফ হোসেন (৬০) সড়কে প্রাণ হারান।

২২ মার্চ কুঠি ভাটপাড়ায় শ্যালো ইঞ্জিনচালিত আলগামনের সঙ্গে ধাক্কায় প্রবাসফেরত সাগর মিয়া (২৪) নিহত হন।

৪ ফেব্রুয়ারি আমঝুপিতে ট্রাকের ধাক্কায় লাল্টু হোসেন (৩২) নিহত হন এবং মিনারুল ইসলাম গুরুতর আহত হন।

২৭ জানুয়ারি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জামায়াত নেতা শেখ মোমিনুল ইসলাম (৫৫) মারা যান।

৮ জানুয়ারি গাংনীতে পৃথক দুর্ঘটনায় স্কুলছাত্র তাইমুজ্জামান (৯), কলেজছাত্র সিয়াম হোসেন (১৮) ও আব্দুল্লাহেল বাকী (১৮) নিহত হন। এছাড়াও জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাসপর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু, শিক্ষার্থী, প্রবাসফেরত যুবকসহ আরও বহু মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন।

এই এক বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কমপক্ষে ৭ জন শিশু ও শিক্ষার্থী এবং অন্তত ৪ জন প্রবাসফেরত যুবক রয়েছেন।

গাংনীতে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে ২০ লক্ষ টাকা জিতলেন কলেজ ছাত্র রাশেদ

২০ লক্ষ টাকা দিয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি কৃষি জমি কিনে মা ও বাবার নামে দেবেন কলেজ ছাত্র রাশেদ। লটারিতে পাওয়া ২০ লক্ষ টাকা পাওয়া কলেজ ছাত্র রাশেদ তার অনুভুতি বলতে গিয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেন, আমি যখন ২০ লাখ টাকার লটারি জিতেছি এমন একটি ফোন পাই। আমি ভয়ে ফোন কেটে দিই। মনে করেছিলাম কোন প্রতারকদের খপ্পরে পড়েছি। পরে একাধিকবার ফোনে আমাকে নিশ্চিত করে। কথাটি প্রথমে আমার মাকে বলতে গিয়ে আমার চোখ ভিজে গিয়েছিল। এই টাকা আমার ভাগ্য বদলের সহায়ক হবে। আমাদের অভাবের সংসার। তিন ভাই বোন ও মা বাবা মিলে ৫ জনের

সংসারে বাবার রোজগারে সংসার চলে। মাঠে তেমন জমিজমাও নেই। এই টাকায় আমার বাবার হাতে তুলে দিয়ে বাবাকে সহায়তা করতে পেরে খুবই আনন্দ লাগছে।

লটারি বিজয়ী রাশেদ মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের বাথানপাড়া গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলামের ছেলে ও গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের এইচ এসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

কলেজ ছাত্র রাশেদ জানান,গাংনীর ওয়ালটন শোরুম মেসার্স সাজু এন্টারপ্রাইজ থেকে ফ্রিজ ক্রয় করি গত ২৭ অক্টোবর। ডাবল মিলিয়ন অফার চলাকালিন ফ্রিজ কিনে ২০ লাখ টাকা পুরস্কার পাই। গতকাল সোমবার (১১ নভেম্বর) বিকালে ওয়ালটনের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও জনপ্রিয় চিত্রনায়ক আমিন খান তার হাতে ২০ লাখ টাকার চেক তুলে দেন।

রাশেদের বাবা রফিকুল ইসলাম বলেন,এই টাকা দিয়ে আমার ছেলের জীবন বদলে দেবো। তাকে লেখা পড়া শিখে মানুষ হতে হবে।

মা বেলিয়ারা খাতুন বলেন,আমি প্রথমে বিশ্নাস করতে পারছিলাম না। গরিবের কপালে এতবড় পাওয়া আল্লাহ্র কাছে হাজার শুকরিয়া।

গাংনীর ওয়ালটন শোরুম সাজু এন্টারপ্রাইজের মালিক মাহবুবুল বারী সাজু জানান, কলেজ ছাত্র ,রাশেদ ওয়ার এইচ ফাইভ মডেলের একটি ফ্রিজ ক্রয় করে ডাবল মিলিয়ন অফারে ২০ লাখ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। ওয়ালটনের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও জনপ্রিয় চিত্রনায়ক আমিন খান সহ ওয়ালটনের কর্মকর্তারা তার হাতে চেক তুলে দিতে গাংনী আসেন।

তিনি বলেন, ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিন বা বিএলডিসি ফ্যান কিনে ক্রেতারা পেতে পারেন ২০ লাখ টাকা। এই অফার ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলছে তবে কর্তৃপক্ষ চাইলে সময় বৃদ্ধি হতে পারে।

চিত্রনায়ক আমিন খান বলেন, ওয়ালটন একটি দেশীয় পণ্য। এপণ্য যত কিনবেন দেশ ততই সমৃদ্ধ হবে, আর্থিক ভাবে সাবলম্বি হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের তৈরি ওয়ালটন এখন আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন। এপণ্য কিনে দেশের কয়েক হাজার মানুষ পুরুস্কার জিতে সাবলম্বি হয়েছে। ওয়ালটনের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। ওয়ালটন কারও সাথে প্রতারনা করেনা। আমরা ঢাকা থেকে গাংনীতে পুরুস্কারের টাকা পৌছে দিতে এসেছি। আমরা এটাই প্রমান করেছি ওয়ালটন আছে দেশের প্রতিটি গ্রামে। প্রতিটি মানুষের মনে প্রাণে।

পুরস্কার বিতরন উপলক্ষে এর আগে গাংনী বাজারের ওয়ালটন শোরুম থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই স্থানে শেষ হয়। পরে মঞ্চে সংঙ্গীত পরিবেশন করে শিল্পীরা।

পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটনের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং ডিস্ট্রিবিউটর টেওয়ার্কের হেড অব সেলস ফিরোজ আলম, চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) গালীব বিন মোহাম্মদ, ডেপুটি সিএমও জোহেব আহমেদ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মো. মনিরুল হক এবং ওয়ালটনের ডিস্ট্রিবিউটর শোরুম সাজু এন্টারপ্রাইজের স্বত্ত্বাধিকারী মাহাবুবুল বারীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দামুড়হুদায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

দামুড়হুদা বাসট্যান্ড সংলগ্ন হাঁটের সামনে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের এক ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ রবিবার (২৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যু বরণকারী হলো দামুড়হুদা চিৎলা গোবিন্দহুদা গ্রামের মিলনের ছেলে রাকিব (১৮)।

জানাগেছে দামুড়হুদা উপজেলার সদর বাসট্যান্ড সংলগ্ন হাট চালির সামনে সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রথম বর্ষের ছাত্র মৃত রাকিব মোটরসাইকেল যোগে কলেজে পরিক্ষা দিতে এসেছিলো। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস কলেজে ঢুকার আগেই হাঁটচালির সামনে একটি পাখি ভ্যানের এক্সেলে বেঁধে ছিটকে পিচ রাস্তার উপর পড়ে যায় অপর দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি ট্রাকের পেছনের চাকার নিচে পরে। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের পেছনে বসে থাকা রাকিব মৃত্যু বরণ করে। মোটরসাইকেল অপর দুই আরোহী গুরুতর আহত হলে তাদেরকে স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এসময় ট্রাকটি উদ্ধার

করে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। ট্রাকের নাম্বার হলো ঢাকা মেট্রো ট ২২- ৫৮২৩। নাবিল কোম্পানীর ট্রাকটি মাছের ফিড নিয়ে রাজশাহী থেকে দর্শনার উদ্দেশ্যে আসছিলো। পতিমধ্যে এ দূর্ঘটনার কবলে পড়ে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির বলেন, ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে একজন কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন ময়না তদন্তের জন্য লাশ চুয়াডাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে ঘাতক ট্রাকটি থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় কলেজ ছাত্রকে হাত-পা বেঁধে ছাদ থেকে ফেলে হত্যা

কুষ্টিয়া শহরের একটি চারতলা ভবনের ছাদ থেকে ফেলে রুবেল হোসেন
(২২) নামে এক কলেজছাত্রকে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে কোর্টপাড়া এলাকার বনফুড গলিতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কলেজছাত্র রুবেল হোসেন কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের মির্জাপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে। সে কুষ্টিয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্র ছিলেন। কুষ্টিয়া শহরের কোর্টপাড়া এলাকার একটি চারতলা ভবনের তৃতীয় তলায় ছাত্রাবাসে থাকতেন তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রশি দিয়ে হাত-পা ও কাপড় দিয়ে মুখ বাধা অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার পথে রাত সাড়ে ১২টার দিকে রুবেলের মৃত্যু হয়।

নিহত রুবেলকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মেসের বাসিন্দা আনিসুর রহমান বলেন, তিন তলায় তিনটি রুমে আমরা ৯ জন থাকতাম। রুবেলের রুমে তিনজন থাকত। রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে চিৎকারের শব্দ শুনে নিচে

নেমে এসে দেখি হাত-পা ও মুখ বাধা অবস্থায় রুবেল পড়ে আছে। তখন স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসি। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাতে বলেন।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাত ১১টার দিকে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবু রাসেল বলেন, রশি দিয়ে হাত-পা ও কাপড় দিয়ে মুখ বাধা অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে স্থানীয়রা। পরে তাকে রাজশাহী নেওয়ার পথে মারা যায়। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

গাংনীতে কলেজ ছাত্রকে খুর চালিয়ে হত্যার চেষ্টা

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে খুর মেরে কলেজ ছাত্র মোঃ আরাফাত হোসেন
(১৯) কে হত্যার চেষ্টা চালিয়েছে গাংনী উপজেলা শহরের লাভলু হোসেন ও তার ছেলে রাজুসহ কয়েকজনে।

আহত মোঃ আরাফাত হোসেন গাংনী পৌরসভার নয় নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এনামুল হকের ছেলে ও সে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত। ঘটনাটি গত ৯ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের জেলা পরিষদ মার্কেটে লাভলুর সেলুনের দোকানের সামনে ঘটে।

আহত আরাফাত হোসেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এঘটনায় লাভলু তার ছেলে রাজুসহ ৫/৬ জনকে আসামি করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় আরাফাত হোসেন মোটরসাইকেল লাভলু হোসেনের সেলুনের সামনে রাখায় তার ছেলে রাজু অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন। এর প্রতিবাদ করাই সেলুনের ভিতর থেকে লাভলু এসে খুর দিয়ে গলা বরাবর পোস দেই। এসময় গলা সরিয়ে নিলে আরাফাত হোসেনের নিচের ঠোঁট থেকে গলা পর্যন্ত কেটে যায়। তার শরীরে তিনটি স্থানে গুরুতর জখম হয়। এসময় স্থানীয়রা ছুটে এলে লাভলু হোসেন ও তার লোকজন পালিয়ে যায়।

গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ইনসারুল হক ইনসু বলেন, পূর্ব পরিকল্পনায় তুচ্ছ ঘটনায় ভাতিজা আরাফাত হোসেনকে হত্যার প্রচেষ্টা করেছে। এই ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

কলেজ ছাত্র আরাফাতের পিতা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এনামুল হক জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে পরিকল্পিতভাবে আমার ছেলেকে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আমি এই ঘটনার ন্যায্য বিচার চাই।

এদিকে তুচ্ছ ঘটনায় কলেজ ছাত্রকে খুর চালিয়ে হত্যা চেষ্টার অপরাধে বিক্ষুব্ধ জনতা তার সেলুনের দোকানে হামলা চালায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম জানান, আসামিদের গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

শৈলকুপায় কলেজ ছাত্রকে হাতুড়ি পেটা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় চুরির অভিযোগ করায় রাকিন আহম্মেদ নামের এক কলেজছাত্রকে হাতুড়ি পেটা করা হয়েছে। বর্তমানে ওই কলেজ ছাত্র ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে শৈলকুপা উপজেলার বড়বাড়ি বগুড়া গ্রামে এ ঘটনা

ঘটে। আহত রাকিন ওই গ্রামের আখের মিয়ার ছেলে। সে আবাইপুর যমুনা শিকদার কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র।

ভুক্তভোগী রাকিন আহম্মেদ জানান, প্রায় ১ মাস পুর্বে একই গ্রামের মজিপ বিশ্বাসের ছেলে শিমুল বিশ্বাস গ্রামের মাঠে থাকা রাকিনদের স্যালো মেশিনের পার্টস চুরে করে বিক্রি করে। বিষয়টি জানার পর রাকিন গ্রামের মাতব্বরদের কাছে বিচার দেয়। বিচারে শিমুলকে চড়-থাপ্পড় ও চুরিকৃত মালামাল ফেরত দিতে হয়। গত বুধবার সকালে রাকিন বাড়ির সামনে একটি দোকানে বসে ছিলো। সেসময় শিমুলের ছোট ভাই মেহেদির সাথে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তর্ক-বিতর্কের জেরে মেহেদি ও একই গ্রামের আশরাফুল ইসলাম নাটার ছেলে রিফাত তাকে হাতুড়ি দিয়ে বেধড়ক পারপিট করে। রাকিনের আত্মচিৎকারে পরিবারের লোকজন ছুটে এলে মেহেদি ও রিফাত পালিয়ে যায়। সেখান থেকে রাকিনকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত রাকিন বলেন, মেহেদির ভাই চুরি করেছিলো সেই বিচার দিয়েছিলাম বলে আমাকে এভাবে মারধর করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে শৈলকুপায় থানার ওসি শফিকুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, একটা ঘটনা ঘটেছে ওয়াইফাই’র পাসওয়ার্ড চাওয়াকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা। ভুক্তভোগী থানায় মামলা দিলে তা আমলে নিয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোটচাঁদপুরে রঙ্গিন ফুল কপির চাষ করে লাভবান কলেজ ছাত্র

যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র মুস্তাক হোসেন (২৫) । তিনি পড়াশোনা পাশাপাশি একজন সফল কৃষকও। রবি মৌসুম এলেই তিনি চিন্তা করেন বিরল জাতীয় কিছু চাষাবাদ করার। এ বছর নিজের জমিতে ২ হাজার রঙ্গিন ফুল কপি চাষ করে এলাকায় তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তার জমিতে হলুদ, বেগুনি ও সবুজ রংয়ের ফুলকপি দেখতে প্রতিদিনই মানুষ আসছেন। তাদের কেউ ফুলকপি কিনছেন, কেউ চাষের বিষয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন।

সমৃদ্ধ। যার কারণে এর চাহিদা বেশি। সকল প্রকার চাষিদের সার,বীজ সহ বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে নিয়মিত সহায়তা করছে কৃষি অফিস।